ভোরের

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ......

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে খোলা চিঠি

মাননীয় উপাচার্য,

আমার সশ্রদ্ধ সালাম জানবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য নিযুক্ত উপাচার্য হিসেবে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ এবং একই সঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের শীর্ষ পদাধিকারী হওয়াটা নিঃসন্দেহে আপনার জন্য গর্ব ও আনন্দের। যতোদিন আপনি বেঁচে আছেন ততোদিন আপনি তো বটেই, আপনার অবর্তমানে আপনার পরিবারও আপনার এ পরিচয়ে গর্বানুভব করবেন— এতেও কোনো সন্দেহ নেই।

আমরা যতোদূর জানি, আপনি একজন কর্মব্যস্ত মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং গবেষণায় এর প্রমাণ নিতান্ত কিঞ্চিৎকর নয়। তদুপরি সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান থাকাকালীন আপনার কর্মানুরাগ সম্পর্কেও আমরা অবহিত। বর্তমানে আপনি যে পরিচয়ে নিজেকে অভিষিক্ত করলেন, তাতে আপনার কর্মব্যস্ততা যে আরো বৃদ্ধি পেলো এটাও বলাইবাহুল্য। এ ব্যস্ততার মধ্যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না বলেই আপনার বরাবর এ খোলা চিঠি। সসিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আপনার যোগ্যতায় কোনো ঘাটতি আছে— আমরা বিশ্বাস করি না। তারপরও কিছু বিষয় আপনার অবহিতির জন্য আপনার বরাবর পেশ করছি।

উপাচার্য হিসেবে আপনার নিয়োগের বৈধতা-অবৈধতা অথবা আইনগত দিক আমাদের আলোচ্য নয়। যদিও অনেকেরই এ আলোচনার উৎসাহের ঘাটতি নেই। বাস্তবতা এটাই, আপনি উপাচার্য। সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটাই সত্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই এদেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন। কিন্তু এটুকু বললেই এর গুরুত্বের সবটুকু উপস্থাপিত হয়ে যায় না। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমিটি সম্পর্কে যদিও আমরা অনেকেই জ্ঞাত তারপরও এ প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ আলোচনার দাবি রাখে। ব্রিটিশ ভারতে একই সঙ্গে যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার দ্বার সর্ব সাধারণের জন্য উন্মোচিত হয়, তার একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৭ সাল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) রাজধানী হয় ঢাকা। বঙ্গভঙ্গের কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটতে থাকে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের মাধ্যমে মুসলমান সমাজের এ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় এবং তারা আবারও পিছিয়ে পড়তে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই তৎকালীন মুসলমান সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্তে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষুব্ধতা এবং তাদের এহেন ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে এ অঞ্চলের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। আরো স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯১১ সালে এ উদ্দেশে নাথান কমিশন গঠিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রা শুরু করে কমিশন গঠনের এক দশক পর। এতেও বুঝতে আমাদের কোনোই সমস্যা হয় না যে স্বার্থান্বেষী মহলের কি প্রচণ্ড বিরোধিতাকে অতিক্রম করে এবং কালক্ষেপণের মাধ্যমে এর প্রতিষ্ঠা। শুধু তা-ই নয়, বাঙালিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর দ্বিতীয় আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ ৬৪ বছর। এদেশের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৯৫৩ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর দ্বিতীয় এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে অর্জনেও এ দেশবাসীকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৩২ বছর। স্বাধীনতাপূর্ব ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পর স্বাধীনতার গত ৩০ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র ৬টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ৯০-এর দশক থেকে শুরু হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার হিড়িক (?)। যেখানে ৮০ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র ১২টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে এক দশকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৩৩টি (নাকি তারও বেশি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি-নির্ভর এ জাতীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা জাতির জন্য কোনোভাবেই শুভ লক্ষণ নয়।

মাননীয় উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব বুঝতে আমাদের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ টানতেই হয়। উপরের বক্তব্যে একটি বিষয়ই সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে, আর তা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই এবং অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই এর তুলনা চলে না। এ বিশ্ববিদ্যালয় সকল অগ্রবর্তী চিন্তার পথিকৃৎ। একে অনুকরণ-অনুসরণ করেই অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম। তাই মহামতি গোখলের অনুকরণে বলতে ইচ্ছে করে— what Dhaka University thinks today, the other Universities think tomorrow.

এহেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনি উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। এ নিযুক্তি একদিকে যেমন প্রচণ্ড সম্মানের, অন্য দিকে গুরুদায়িত্বেরও। সঠিক কর্ম পরিকল্পনা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এ গুরুদায়িত্ব সফলতার মুখ দেখবে। আপনি এক্ষেত্রে দক্ষতার সাক্ষর রাখবেন— এ বিশ্বাস আপনার ওপর আমরা রাখতে চাই।

বাংলাদেশের যে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, তাতে খুব বেশি কৃতকার্যতা অর্জন প্রত্যাশিত নয়। তবে যতোটুকু সম্ভব ততোটুকু প্রত্যাশাতে দোষ কোথায়? যেকোনো ভালো কাজ করার শ্রেষ্ঠ সময়, এ দেশের জন্য, নিযুক্তি লাভের সূচনালগ্ন। তাই; আপনারও যদি কোনো শুভ পরিকল্পনা থাকে, যদি দীর্ঘকাল ধরে পুঞ্জীভূত কোনো জঞ্জাল পরিষ্কারের বাসনা থাকে, তবে তার এই-ই সময়। বিড়াল প্রথম রাতেই মারতে হয়। সময় যতো গড়িয়ে যাবে, ততোই দেখা যাবে চারদিক থেকে সুপারিশ-তদবির এবং সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল আপনাকে ঘিরে ধরেছে। ইচ্ছে থাকলেও তখন আর অনেক কিছুই আপনার পক্ষে করা সম্ভব হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় এক দশকের শিক্ষকতা এবং প্রশাসনিক অভিজ্ঞতায় আমার মনে হয়েছে, চারটি ক্ষেত্রে সততা রক্ষা করা গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বচ্ছতা অন্তত আশি ভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব। এ চারটি ক্ষেত্র হলো ১. ছাত্র ভর্তি, ২. ছাত্রছাত্রীর ফল প্রকাশ, ৩. শিক্ষক নিয়োগ এবং ৪. শিক্ষকের প্রমোশন। এরমধ্যে স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে প্রায় শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া অন্য যে সমস্ত ভর্তির বিষয় রয়েছে সেগুলোতেও সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ডিপ্লোমা, সম্মান এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগ এবং ইনস্টিটিউট যে পরীক্ষাগুলো এখন নিয়ে থাকে সম্ভব হলে কেন্দ্রীয়ভাবে তা তদারকির প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। পরীক্ষার ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা কাম্য নয়; একেবারেই কাম্য নয় পক্ষপাতদুষ্ট ফল। এতে ছাত্রছাত্রীর নৈতিক মনোবল ভেঙে পড়ে, শিক্ষকের সততাও প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বেশি বিতর্ক এবং অনিয়ম এখন শিক্ষক নিয়োগ ও প্রমোশন নিয়ে। এমন নয় যে এ অনিয়ম সাম্প্রতিক, দীর্ঘকাল ধরেই এটি চললেও দিনদিন এটি বেড়ে চলেছে। যতো দ্রুত সম্ভব এ ধরনের অনিয়ম ও বিতর্কের অবসান ঘটানো প্রয়োজন। অনেক বিভাগে অনেক শিক্ষকের বেলায় একদিকে যেমন খুব দ্রুত প্রমোশন দেওয়া হয়, অন্যদিকে তেমনই কোনো কোনো শিক্ষকের বেলায় দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নেওয়া হয়। এ ধরনের দ্বৈতনীতি শুভবুদ্ধির পরিচয় বহন করে না। একথা যদিও সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ একাধিক রাজনৈতিক আদর্শের অনুসরণ করতে গিয়ে বিভক্ত, তবুও আমরা মনে করি, শিক্ষক নিয়োগ কিংবা প্রমোশনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আদর্শ কোনোভাবেই বিচার্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অভিভাবক হিসেবে আপনি হবেন ন্যায়দণ্ডের ধারক, তেমনটিই আমাদের প্রত্যাশা।

হাজারো সমস্যা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমেই যুক্তিযুক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব। সমস্যাগুলোকে তাই দ্রুত চিহ্নিত করণের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণীর ব্যক্তির সঙ্গে মতবিনিময় করা যেতে পারে। নাম-কা-ওয়াস্তে সকল শিক্ষকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎই যথেষ্ট নয়। শ্রেণী ধরে ধরে মতবিনিময়ের প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। যাদের সঙ্গে মতবিনিময় হতে পারে, এমন কয়েকটি হলো ১. অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক, ২. সহকারী অধ্যাপকও লেকচারার, ৩. সকল ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ৪. সকল ডীন, ৫. সকল অধ্যক্ষ, ৬. সকল অফিস প্রধান, ৭. শিক্ষক সমিতি, ৮. অফিসার সমিতি, ৯. তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, ১০. চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, ১১. সকল ছাত্র সংগঠন ১২. প্রতিটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউট থেকে ছাত্র প্রতিনিধি ইত্যাদি। উপাচার্যের নেতৃত্বে সকল দলমত নির্বিশেষে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে মতবিনিময় সভাগুলোর সুপারিশসমূহ ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রয়োজনে সরকারের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে এ বিষয়ক দেন-দরবার চালানো যেতে পারে। শুভ উদ্যোগের ফল কখনো অশুভ হতে পারে না।

শিক্ষকদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বেতন স্কেল গড়ে তোলা এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের বাসস্থান সমস্যার দ্রুত সমাধানও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেখা উচিত। মাননীয় উপাচার্য, আপনি আবারও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

সাখাওয়াত আনসারী
সহকারী অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।